ডিম পেড়ে চিন্তা নয় , চিন্তা করে ডিম পাড়ুন

অশোক মিত্র

টাটা গোষ্ঠী কর্তৃক প্রস্তাবিত এই রাজ্যে ছোট মোটর গাড়ি তৈরি করার প্রস্তাব নিয়ে জল অনেক দূর গড়িয়েছে , আরও গড়াবে ; নন্দীগ্রামের ঘটনাবলী তার প্রমাণ । কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এখন সেটাই দ্রষ্টব্য ।

যে-বাকবিতন্ডা ও ততোধিক গোলেমালে হরিবোল চলছে । টাটা গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির একটি সাম্প্রতিক মন্তব্যে তাতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে । ওই প্রস্তাবিত কারখানার জন্য অধিগৃহীত জমি নিয়ে যা চলছে , তা তাঁর উক্তি অনুযায়ী , নিছক রাজনীতি নয় , তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু অন্য পুঁজিপতিরাও এই ব্যাপারে জড়িত ; অর্থাৎ টাটাদের পশ্চিমবঙ্গ বিজয়ে তাঁদের চোখ টাটাচ্ছে , তাই তাঁরা বাগড়া দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন , জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যাঁরা ষড় পাকাচ্ছেন, তাঁদের মদত দিচ্ছেন ।

অভিযোগের তির দ্বিমুখী । প্রথমত , রতন টাটা মশাই আন্দোলনকারী রাজনীতিবিদদের আন্তরিকতা তথা সততা সম্পর্কে কটাক্ষপাত করেছেন । রাজনীতিবিদদের নিয়ে এ ধরণের কটূক্তি আজ থেকে তিরিশ - চল্লিশ বছর আগে কোনও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী প্রকাশ্যে করতে সাহস পেতেন না , তাঁরা তখন রাজনৈতিক কর্মীদের সমীপে ভয়ে কুঁকড়ে থাকতেন । এখন পরিবর্তন । বিশ্বায়ন ও আর্থিক উদারীকরণ হেতু সমাজে শিল্পপতিদের কদর বেড়েছে , পৃথিবী টাকার বশ এই বাণী যত বেশি উচ্চারিত হচ্ছে , টাকার পাহাড়ের উপর সমাসীন শিল্পপতি সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা - ভক্তির পরিমাণও তত বেশি ভারী হচ্ছে । তাঁদের সাহসের পরিমাপও তাই বর্ধমান । তা ছাড়া বিশেষ করে গত দুই দশক ধরে , বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের অসদাচরণের এত বেশি বৃত্তান্ত প্রচারিত , ও বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত , যে লোকমানসে একটি নতুন ব্যাকরণ মীমাংসার উদয় হয়েছে— রাজনীতিবিদরা তস্কর , না তস্কররা রাজনীতিবিদ । বৃত্তিগত ভোগান্তির হাত থেকে অতএব পরম সাধু রাজনীতিবিদেরও রেহাই নেই । রতন টাটার মতো যে-কেউই বাঁকা-বাঁকা কথা বললে হজম করে নিতে হয়ে । মানহানির মামলা এনে অশ্বডিম্ব প্রাপ্তিই জুটবে ।

কিন্তু রতন টাটা মশাইয়ের কটাক্ষ তথা অভিযোগের আঙুল তো তাঁরই কিছু সহযোগী শিল্পপতিদের দিকে লক্ষ্য করে । টাটাদের পশ্চিমবঙ্গীয় সৌভাগ্যে তাঁদের নাকি চোখ টাটাচ্ছে । এখানেই খটকা লাগে । এমনটি তো হওয়ার কথা না , কাক যে কাকের মাংস খায় না , শুধু তা-ই নয় , টাটা গোষ্ঠীর মতো অনেক , আরও শিল্পগোষ্ঠীই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট মোটর গাড়ি কারখানা তৈরি নিয়ে ভাবছেন, হোন্ডা, সুজুকি , প্রিমিয়ার প্রত্যেকেই । বিশ্বায়নের দৌলতে দেশের উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে গাড়ির চাহিদা ক্রমবর্ধমান ।তার জোগান দিতে অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন । কারখানার জন্য জমি পেতে আপাতত তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে অন্বেষণে ব্যস্ত । বাজার এত দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে

যে , শিল্পপতিদের প্রতিযোগিতা নিয়ে ভাবিত হওয়ার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না । তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তো জানানোই হয়েছে , প্রতিদিন জানানো হচ্ছে , এখানে অবারিত দ্বার । যে শিল্পপতিই আসুন না কেন , তাঁকে অভিভূত অভ্যর্থনা দেওয়া হবে । একেবারে সাজাবো যতনে ভূষণে রতনে কেয়ুরে কঙ্কণে কায়দায় । সবাইকেই তো আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় , সমান আদরে আহ্বান করা হচ্ছে । একমাত্র টাটা গোষ্ঠীই ছোট গাড়ি তৈরির প্রস্তাব নিয়ে এই রাজ্যে এসেছিলেন , তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়েছে । অন্য কেউ এলে তাঁকেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফেরাতেন বলে মনে হয় না । সুতরাং বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীদের কারও সিঙ্গুরের টাটা কারখানা নিয়ে ঈর্ষান্বিত হওয়ার এবং সেই ঈর্ষার কারণে বাগড়া দেওয়া , কোনও কারণ হঠাৎ ভেবে নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না ।

যা মনে হয় , অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য তা নয় । রতন টাটা তো সম্পূর্ণ অকারণে এমন একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করবেন , তা মেনে নেওয়া যায় না । হয়তো সত্যি - সত্যিই কোনও না কোনও শিল্প গোষ্ঠীর টাটার প্রস্তাবিত কারখানা প্রকল্প সম্পর্কে তাঁদের অসূয়ার উদ্রেক হয়েছে । হয়তো তাঁরা গোপনে খবর পেয়েছেন টাটারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে এমন কিছু কিছু সুবিধার প্রতিশ্রুতি পেয়াছেন যা তাঁরা অন্যান্য রাজ্যে পাচ্ছেন না । পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঔদার্যের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য রাজ্য সরকারকে হারিয়ে দিয়েছেন । টাটা গোষ্ঠীকে যে যে লোভনীয় শর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গেঁথে ফেলেছে , অন্য রাজ্যগুলিতে অন্যান্য শিল্প গোষ্ঠীর সে রকম ভাগ্য উদয় হয়নি ।

এখানেই ধন্দ । পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ জানেন না কোন শর্তবালীর ভিত্তিতে টাটা গোষ্ঠী এই রাজ্যে গাড়ির কারখানা তৈরি করেছেন । এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ভঙ্গিমা , সে আমার গোপন কথা , বলব না , ওলো সই । এই রাজ্যের জনগণের যে সুযোগ বা অধিকার নেই , তাঁরা জানতে পারছেন না রাজ্য সরকার টাটদের সঙ্গে কী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন , সেই চুক্তির বিশদ ধারাগুলিই বা কী , টাটাদের সহযোগী শিল্প গোষ্ঠীরা কিন্তু চর লাগিয়ে তা জেনে ফেলেছেন এবং যা জেনেছেন তাতে তাঁদের মন খারাপ । ঈশ , টাটারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে আবদার জানিয়ে এত এত সুবিধা আদায় করে নিল , অথচ অন্যান্য রাজ্যে আমরা সে ধরনের বাড়তি সুবিধা আদায় করতে পারিনি , আদায় করার চেষ্টা পর্যন্ত করিনি । তা ছাড়া পশ্চিমবাংলায় এই বাড়তি সুবিধাগুলি পাওয়ার কারণে প্রতিযোগিতার বাজারে টাটা গোষ্ঠী যথার্থই ঈষৎ লাভবান হবেন , তাঁদের প্রস্তুত ছোট গাড়ি অন্যদের তৈরি গাড়ি থেকে একটু কম দামে বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে । এই খবরগুলি জানার পর সহযোগী কিছু শিল্পগোষ্ঠী হয়তো সত্যিই টাটাদের বাড়া ভাতে ছাই দেওয়ার চেষ্টায় নেমে পড়েছেন । অন্তত টাটারা তা-ই মনে করেন , এবং সেরকম মনে করেন বলেই রতন টাটার প্রকাশ্য অভিযোগ ।

সব মিলিয়ে মন খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা , অথচ সবচেয়ে বেশি মন খারাপ হওয়ার কথা পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষজনের । কী কী চমৎকার শর্তে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের জনগণ , রাজ্য সরকার তাঁদের এ সব তথ্য জানানোর যোগ্য বলে স্পষ্টতই মনে করেন না ।

জনগণ যেহেতু শর্তগুলি জানেন না , হাওয়ায় গুজব ছড়ায় । যেমন একটি গুজব : সিঙ্গুরে ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে , এখন দেখা যাচ্ছে , প্রায় দেড়শো কোটি টাকা বেরিয়ে যাবে । কিন্তু রাজ্য সরকার নাকি টাটাদের কথা দিয়েছেন , বিনি পয়সায় ভোজের ব্যবস্থা , এই জমির জন্য তাঁদের কানাকড়িও দিতে হবে না , এই প্রায় হাজার একর জমি সরকার তাঁদের উপঢৌকন দেবেন । এতটা বদান্যতা অন্য কোনও রাজ্যের সরকার অন্য কোনও শিল্পপতিকে দেখাননি । টাটদের সৌভাগ্যে শিল্পপতিদের একটি অংশ তাই জ্বলছেন-পুড়ছেন ।

আর একটি গুজব । রাজ্য সরকার নাকি রাজি হয়েছেন , টাটা কারখানায় প্রস্তুত ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলায় মূল্যযুক্ত কর পুরোপুরি মকুব করা হবে ; এই গাড়ির বিক্রি তাই বাজারে অন্য সব গাড়িকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাবে । অবশ্য মূল্যযুক্ত কর থেকে এবংবিধ মুক্তি পাঁচ-দশ বছরের মেয়াদে , না অনন্তকালের জন্য , তা নিয়ে গুজবদাতারা এখনও নিশ্চিত কিছু জানাতে পারেননি ।

তৃতীয় আরও একটি ভয়ঙ্কর গুজব , টাটারা আবদার জানিয়েছেন , এবং রাজ্য সরকার নাকি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন , টাটা কারখানায় প্রস্তুত প্রতিটি গাড়ির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে অন্তঃশুল্ক প্রাপ্য , তারও পরিপূর্ণ দায় রাজ্য সরকার বহন করবেন । হয়তো অনন্তকালের জন্য , হয়তো পাঁচ-দশ বছরের জন্য ।

যেহেতু রাজ্য সরকার কোনও কিছু বলছেন না , টাটাদের গাড়ি কারখানা তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে সব মিলিয়ে কত টাকা গুণাগার দিতে হবে , তা অনুমান করা এই মুহূর্তে অসম্ভব । যেমন অসম্ভব এত এত টাকা ঢেলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ ব্যবস্থায় কোন ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে আরও কত কত হাজার বেশি পরিমাণ রাজ্যসন্তানরা দুধে ভাতে থাকবে , তার অঙ্ক কত । এক লক্ষ কোটিরও বেশি দেনার দায় বওয়া রাজ্য সরকার ,

যেহেতু রাজ্য সরকার কোনও কিছু বলছেন না , টাটাদের গাড়ি কারখানা তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে সব মিলিয়ে কত টাকা গুণাগার দিতে হবে , তা অনুমান করা এই মুহূর্তে অসম্ভব । যেমন অসম্ভব এত এত টাকা ঢেলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ ব্যবস্থায় কোন ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে আরও কত কত হাজার বেশি পরিমাণ রাজ্যসন্তানরা দুধে ভাতে থাকবে, তার

অঙ্ক কত । এক লক্ষ কোটিরও বেশি দেনার দায় বওয়া রাজ্য সরকার ,

ধরে নিচ্ছি , অন্তত গোপনে , এ সব হিসেব-নিকেশ করে সন্তুষ্ট । পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যের মতো । এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের স্বস্তিবোধেই পশ্চিমবাংলার জনগণের স্বস্তি ।

তবে , গোস্তাকি যদি দয়া করে মাফ করা হয় , অন্য একটি কৌতূহলের কথা বলতে হয় । সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে টাটা গোষ্ঠী আন্তর্জাতিক ফাটকা বাজারে শেয়ার কিনে কোরাস ইস্পাত গোষ্ঠীর দখলদারি নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন । কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁরা জানিয়েছিলেন , শেয়ার প্রতি ৪.৫৫ পাউন্ড দাম হাঁকতে তাঁরা প্রস্তুত , এবং সংস্থাটি পরিচালনা ব্যবস্থায় প্রাধান্য পেতে শেয়ার কিনতে তাঁরা ৫.৪ বিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করতে রাজি ।

আমাদের প্রায় মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো অবস্থা । কারণ ৫.৪ বিলিয়ন পাউন্ড আমাদের মুদ্রার হিসাবে দাঁড়ায় প্রায় ৪৫,০০০ কোটি টাকায় । এবং এখানেই একটু তাজ্জব বনে যেতে হয় । যাঁরা আন্তর্জাতিক ফাটকা বাজারে অবলীলায় ৪৫,০০০ কোটি টাকা খাটাবেন , যাঁদের অর্থের অভাব নেই , পশ্চিমবাংলার মতো একটি হত দরিদ্র রাজ্য থেকে কেন তাঁদের দেড়শো-দু'শো কোটি টাকা কিংবা তারও বেশি উপহার দেওয়া ।

অন্য একটি চিন্তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এই রচনার ইতি টানব । টাটাদের জন্য মাত্র এক হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে রাজ্য সরকারকে যত হ্যাপা পোয়াতে হচ্ছে , তাঁদের কাঙ্খিত মোট চল্লিশ হাজার একর অধিগ্রহণে আরও কত দুর্ভোগের অভিজ্ঞতার আশঙ্কা , তা নিয়ে আদৌ ভাবছেন কি ? বাকি উনচল্লিশ হাজার একর জমি অধিগ্রহণে যাঁরা শিল্প বা শিল্প পরিকাঠামো গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন , গোপন কথাটি রবে না গোপনে , তাঁরাও , কে জানে , হয়তো আহ্লাদ জ্ঞাপন করবেন , টাটাদের গোপনে যে যে সুবিধা দেওয়া হয়েছে ,তাঁদের ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রদান করতে হবে ।

হয়তো বলা হবে , আগ বাড়িয়ে এ সব আলতু-ফালতু চিন্তার দরকার কী , এক বছর আগে শিল্পবিকাশের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করে বিধানসভার নির্বাচনে পশ্চিম বাংলার জনগণের বিপুল সমর্থন আমরা আদায় করেছি । মুশকিল হল , চার বছর বাদে ফের তো গণতান্ত্রিক নির্বাচনে নিজেদের পরীক্ষা দিতে হবে , তার জন্যও তো একটু পূর্ব ভাবনা দরকার ।

কিশোর-কালে শোনা একটি চিনদেশীয় প্রবাদ অনুসরণ করে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাব : ডিম পেড়ে তারপর চিন্তামগ্ন হবেন না , চিন্তা করে তবেই ডিম পাড়ুন ।